রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত সিরিজ-৭

আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়

(একটি পোস্ট মার্টম রিপোর্ট)

(প্রথম খন্ড)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয়

(একটি পোস্ট মার্টম রিপোর্ট)

(প্রথম খন্ড)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি.এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

মোবাইল- +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১

ইসলামিকা দাওয়া এন্ড এডুকেশন একাডেমী

(iDEA)

Ahle Hadish Firkar Fiqher Itihas O Tar Porichay

Written by Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ

ইসমামিক দাওয়াহ এন্ড এডু-কশন একা-ডমী

(iDEA)

প্রকাশক

মহঃ আশিক ইকবাল,

ময়ূরেশ্বর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

মোবাইল ঃ +91 7501879668

উৎসর্গ

আমার শ্বশুর মরহুম হযরত মাওলানা নুরুল হক (রহঃ) এঁর আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি উৎসর্গ করলাম

(মৃত ১৫ই আগস্ট ২০১৪)

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ১ -স-প্টম্বর২০১৪

First Print : 1st September 2014

: মুদ্রনে :

নুমান প্রিন্টার্স

শালজোড়, বীরভূম

মোবাইল- +৯১ ৮১৪৫৫৩১৯৬০

সাঈদ আনোয়ার হোসাইন

শালজোড়, বীরভূম

মূল্য : ৪০ /- (চল্লিশ টাকা মাত্র)

Ahle Hadish Firkar Fiqher Itihas O Tar Porichay Written by Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 1st September 2014 Published By Islamic Dawah And Education Academy, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 40/- (Sixty Rupise Only)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم
نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

আমরা গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি যে বর্তমানে আহলে হদীস নামধারী লা-মাযহাবী ফিরকার বাড় বাড়ন্ত ও তাদের উৎপাৎ দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় আহলে হদীস বা গায়ের মুকাল্লিদ ফিরকার অস্তিত্ব সারা পৃথিবীর মধ্যে ইতিপূর্বে কোথাও ছিল না । কেবলমাত্র ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে কিছু কিছু দেখা যায় । আর যা কিছু দেখা যায় তা ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের পরে । ইতিপূর্বে এই ফিরকার নাম ও নিশানা খুঁজে পাওয়া যেত না । তার কারণ, এই আহলে হদীস বা গায়ের মুকাল্লিদ নামক বাতিল ফিরকার জন্মদাতা হল বৃটিশ সরকার । যা আমি আমার লেখা ‘ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ’ বা ‘আহলে হদীস ফিৎনা নতুন রুপ’ নামক পুস্তকে প্রমান করেছি ।

ইংরেজদের দ্বারা গোড়া পত্তনের পর এই আহলে হদীস নামধারী লা-মাযহাবী দলটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় লেগে যায় । এবং হানাফী মাযহাবের প্রাণপ্রিয় ফিকাহের কিতাব হেদায়া, শামী, ফতোয়া আলমগিরী, শরহে বেকায়া, ফতোয়া কাজী খান, বেহেস্তী জেওর, দুররে মুখতার প্রভৃতি গ্রন্থের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা শুরু

করে দেয় । যার দ্বারা সাধারণ মুসলমান বিভ্রান্ত হন এবং উম্মতের মধ্যে এক বিরাট ফিৎনা শুরু হয়ে যায় ।

কিন্তু আমরা যখন আহলে হাদীসদের ফিকাহের কিতাব পড়াশুনা শুরু করি তখন দেখতে পায় যে তাদের ফতোয়ার গ্রন্থে এমন জঘন্য মাসআলা লেখা আছে যা পাঠ করলেই ঘৃনা বোধ হয়, বমি আসে এবং এমন এমন মাসআলা বর্নিত আছে যা সব মানুষের সামনে বলাও সম্ভব নয় । তাই লেখনির মাধ্যমে আহলে হাদীস দলের বর্নিত মাসআলাগুলি প্রচার করছি যাতে সাধারণ মুসলমানগন বুঝতে পারেন তাদের প্রকৃত রহস্য কি ? তারা তাদের লিখিত কিতাবে বর্নিত জঘন্য মাসআলাগুলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই হানাফীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করে ।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভূল হয় । তাই এই পুস্তকের মধ্যে কোনো ভূল ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে আমাকে জানাবেন তাহলে পরবর্তী সংস্করনে সংশোধণ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

পরিশেষে পাঠকদের জানায়, আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের ইমান বৃদ্ধি করে দেন এবং খাতিমা বিল খাইর দান করুন । (গ্রন্থকার)

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
গ্রাম:-শালজোড়, পো:- লোকপুর
থানা:-খয়রাশোল, জেলা:-বীরভূম,
মোবাইল:+৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail- md.abdulalim1988@gmail.com

আহলে হাদীসদের কিতাব

ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে মুসলমানরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তখন এই আহলে হাদীস দলটির নাম ও নিশানা ছিল না। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী সাহেব স্বয়ং একথা স্বীকার করে লিখেছেন,

"আসল কথা হল, যখন থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম এসেছে তখন থেকে মুসলমানদের অবস্থা এই ছিল যে, অধিকাংশ মানুষ রাজা বাদশাহের তরিকা ও মাযহাব পছন্দ করত। তখন থেকে এই পর্যন্ত (অর্থৎ ইংরেজরা আসা পর্যন্ত) সমস্ত মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এবং এই মাযহাব অনুসারে আলিম, ফাজিল, কাজী, মুফতী এবং হাকিম হতেন। এমনকি উলামাদের এক বৃহত্তম দল মিলিত হয়ে 'ফাতাওয়া হিন্দীয়া' (ফাতাওয়া আলমগিরী) নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। এদেরই মধ্যে ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ:) এর পিতা শাহ আব্দুর রহীম সাহেব।" (তরজুমানে ওহাবীয়া, পৃষ্ঠা- ১০)

বিখ্যাত আহলে হাদীস আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী লিখেছেন,

"কিছুদিন থেকে হিন্দুস্তানে এমন এক অপরিচিত মাযহাবের মানুষ দেখা যাচ্ছে যাদের থেকে সাধারণত মানুষ অসচেতন। আগের যুগে এই ধ্যানধানণার মানুষ কোনো কোনো জায়গায় হয়তো দেখা যেত কিন্তু এত বেশি দেখা যেত না। বরং এদের নাম কিছুদিন থেকে শুনছি। তারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস অথবা মুহাম্মাদী অথবা মুওয়াহীদ বলে পরিচয় দেয়। অথচ তাদের বিপরীত ধ্যান ধারণার মানুষেরা তাদেরকে গায়ের মুকাল্লিদ অথবা

ওহাবী অথবা লা-মাযহাবী নামে আখ্যায়িত করে ।” (আল ইরশাদ ইলা সাবীলির রসাদ, পৃষ্ঠা-১৩)

এখানে আহলে হাদীস মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী ও মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহানপুরী সহেবের স্বীকারোক্তি থেকে প্রমানিত হয় ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার আগে সমস্ত মুসলমান যেমন রাজা বাদশাহ, আমীর ওমরাহ, আলেম উলামা, প্রত্যেকেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তখন এই আহলে হাদীসদের নাম ও নিশানা ছিল না । এরপর যখন ইংজেরদের প্রচেষ্টায় আহলে হাদীস দলটির প্রতিষ্ঠা হয় তখন হানাফী মাযহাবের ফিকাহের মুকাবিলায় আহলে হাদীসদের ফিকাহ বা মাসআলা মাসায়েলর কিতাব রচিত হয় । যেমন আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী নজলুল আবরার, কানযুল হাকায়েক, হাদিয়াতুল মাহদী, তায়সীরুল বারী নামক গ্রন্থ রচনা করেন । মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী দ্বলীলুত ত্বালিব, আল বুনইয়ানুলমারসুস মিন বায়ানে ইযাযুল মানসুস, নামক গ্রন্থ রচনা করেন । নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালীর ছেলে নবাব মীর নুরুল হাসান খান বদরুল আহিল্লাহ, উরফুল জাদী, দস্তরুল মুত্তাকী, নামক গ্রন্থ রচনা করেন । মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী ফাতাওয়া সানাইয়া রচনা করেন, মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী সাহেব ফাতাওয়া নাযীরিয়া রচনা করেন প্রভৃতি । আহলে হাদীসরা যেসব মাসআলার উপর আমল করেন তা উপরিউক্ত কিতাবগুলিতে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে । উপরিউক্ত মাসআলার কিতাবগুলি আহলে হাদীসদের ফিকাহর গ্রন্থ । আর এই গ্রন্থগুলি ইংরেজরা ভারতবর্ষে আসার বহু পর রচিত হয় । ইংরেজরা ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ দখল করে । অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লাম এর এন্তেকালের প্রায় ১২০০ (বার শত) বছর আহলে হাদীস উলামাদের লিখিত মাসআলা মাসায়েলের কিতাবগুলি রচিত হয় । আর এর আগে তাদের কোনো মাসআলা মাসায়েলের কিতাব ছিল না । যা কিছু ছিল আমাদের হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ী ও মালেকী

মাযহাবের ফিকাহর গ্রন্থ । আহলে হাদীস ফিকাহগুলি রচিত হয় ১৮৫৭ সালের পরে । অর্থাৎ,

১. মুআত্ত্বা ইমাম মালিকের (১৮৫৭-১৭৯)= ১৬৭৮ বছর পর,
২. সহীহ বুখারীর (১৮৫৭-২৫৬)= ১৬০১ বছর পর,
৩. সহীহ মুসলিমের (১৮৫৭-২৬১)= ১৫৯৬ বছর পর,
৪. সুনানে আবু দাউদের (১৮৫৭-২৬১)= ১৫৯৬ বছর পর,
৫. সুনানে তিরমিযীর (১৮৫৭-২৭৯)= ১৬৭৮ বছর পর,
৬. সুনানে ইবনে মাজার (১৮৫৭-২৭৩)= ১৬৮৪ বছর পর,
৭. সুনানে নাসাঈর (১৮৫৭-৩০৩)= ১৫৫৮ বছর পর,

অর্থাৎ সিহাহ সিত্তাহর সংকলনের বহু পর আহলে হাদীসদের ফিকাহগুলি রচিত হয় । অথচ তাদের কিতাবে বর্নিত মাসআলা কোরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী । যা ইসলামী শরীয়াতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ।

আহলে হাদীস উলামাদের পরস্পরবিরোধী ফতোয়া

পশ্চিম বঙ্গে দুইজন আহলে হাদীস মাওলানা নামায শিক্ষার উপর বই লিখেছেন । একজন হলেন আইনুল বারী সাহেব অপরজন হলেন আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব । আইনুল বারী সাহেব ‘আইনী তুহফা সালাতে মোস্তাফা’ নামে নামায শিক্ষার বই লেখেন ও আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব ‘স্বালাতে মুবাশশির’ নামে নামায শিক্ষার বই লেখেন । দুজনেই দাবী করেছেন যে তাঁরা সহীহ হাদীস ভিত্তিক নামায শিক্ষার বই লিখেছেন । অথচ তাঁদের দুজনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । যেমন,

(১) নামায পড়ার সময় পুরুষদের পরিহিত কাপড় পায়ের গাটের নীচে ঝুলিয়ে দিলে ওজু নষ্ট হবে কি হবে না সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, “নষ্ট হয়ে যাবে ।” (আইনী তোহফা, ১/৫৭) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, “নষ্ট হবে না ।” (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা- ১৯)

(২) মরা লাশকে গা ধোয়ালে ওজু নষ্ট হবে কি হবে না এ সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, “নষ্ট হয়ে যাবে ।” (আইনী তোহফা, ১/৫৭) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, “নষ্ট হবে না ।” (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা-২০)

(৩) আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, “বিনা ওজুতে কুরআন ছোঁয়া যাবে ।” (আইনী তোহফা, ১/৫৯) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, “বিনা ওজুতে কুরআন ছোঁয়া যাবে না ।” (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা-২০)

(৪) মুসাফির কতদুর যাবার ইচ্ছা করলে নামায ‘কসর’ করবে এ সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, “৪৮ মাইল পথ যাবার ইচ্ছা করলে ।” (আইনী তোহফা, ১/৯৪) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, “পরিভাষায় যা প্রচলিত অর্থে যাকে সফর বলা হয়, সেই সফরে নামায কসর করা চলবে ।” (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা-২৬৪)

(৫) আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, “প্রথম বৈঠকে শুরু ‘আত্তাহিয়্যাত’ পড়া হবে ।” (দরুদ ও দুয়া পড়া চলবে না) (আইনী তোহফা, ১/১৫৪) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, “প্রথম বৈঠকে দুয়া ও দরুদ পড়া বিধেয় ।” (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

(৬) তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুল ইশারা কখন করতে হবে এ সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, "'ইল্লাল্লাহর' উপরে ইশারা করাটা বেশী সংযত মনে হয় ।" (আইনী তোহফা, ১/১৫৩) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, "যেখানেই দুয়া (প্রার্থনার) অর্থ পাওয়া যাবে সেখানেই তর্জনী হিলানো সুন্নত ।" (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা- ১২৭)

(৭) তসবীহর মালা ব্যাবহার সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, "উলামায়ে কেরামের কেউই সতন্ত্র তসবীহ মালা দ্বারা তসবীহ গোনাতে আপত্তি করেন নি ।" (আইনী তোহফা, ১/১৭৮) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, "সুতরাং তসবীহ মালা ব্যাবহার করা বিধেয় নয় ।" (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা- ১৪৪)

(৮) এক ফরজের সাথে অন্য ফরজ নামায হবে কি হবে না এ সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, "এক ফরজের সাথে অন্য ফরজ নামায হবে না ।" (আইনী তোহফা, ২/৫৮) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, "কেউ আসরের নামায কাজা রেখে মসজিদে এসে মাগরেবের জামাআত খাড়া দেখলে আসর কাজা পড়ার নিয়তে শামিল হবে ।" (অর্থাৎ এক ফরজের সাথে অন্য ফরজ নামায হবে) (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা- ১৮৪)

(৯) মসজিদ এবং বাড়ি দোকানের মাঝে রাস্তা থাকলে 'ইকতিদা' সহী হবে কি হবে না এ সম্পর্কে আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, "মসজিদ এবং বাড়ি দোকানের মাঝে রাস্তা থাকলেও 'ইকতিদা' সহী হবে ।" (আইনী তোহফা, ২/৪০) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, "রাস্তা খালি থাকলে দোকানে কাতার বাধা বৈধ হবে না ।" (স্বলাতে মুবাশশির, পৃষ্ঠা- ২২৬)

(১০) আইনুল বারী সাহেব লিখেছেন, “ইমামের সুরা ফাতেহা পাঠের শেষে ইমামের আমিন বলার আগে কিংবা পরে মোক্তাদীরা আমীন বলতে পারে ।” (আইনী তোহফা, ১/১২৩) অপরদিকে আব্দুল হামীদ মাদানী সাহেব লিখেছেন, “ইমামের (আমীন) বলার পূর্বে বা পরে (আমীন) বলা ইমামের একপ্রকার বিরুদ্ধাচারণ, যা নিষিদ্ধ ।” (আইনী তোহফা, ১/৯৩)

সুতরাং আহলে হাদীস উলামাদের মধ্যেও মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে সাংঘাতিক মতবিরোধ রয়েছে । তাই আইনুল বারী সাহেবের ফতোয়া মানলে আব্দুল হামীদ মাদানীর নিকট ব্যাক্তি বেনামাযী হয়ে যাবে এবং আব্দুল হামীদ মাদানীর ফতোয়া মানলে আইনুল বারী সাহেবের নিকট ব্যাক্তি বেনামাযী হয়ে যাবে । সুতরাং একে অপরের ফতোয়া অনুযায়ী আহলে হাদীসরা সকলেই বেনামাযী । আর আহলে হাদীসরা যে বলে হানাফীদের নামায হয় না তারা চিন্তা করে দেখুক তাদের উপরিউক্ত দুই মহাপন্ডিতের ফতোয়া অনুযায়ী তাদের নামায হয় কিনা ।

আর আহলে হাদীসরা যে মুকাল্লিদ মুসলমানদের প্রতি প্রশ্ন করে থাকেন যে চার ইমামের মধ্যে যখন এতো মতবিরোধ তাহলে মাযহাব সঠিক হয় কিভাবে ? এখন আমরা আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আইনুল বারী ও আব্দুল হামীদ মাদানী দুজনের পরস্পরবিরোধী ফতোয়া সঠিক হয়ে কি করে ?

আমাদের ইমামরা তো মারা গেছেন । কিন্তু আহলে হাদীসদের আইনুল বারী ও আব্দুল হামীদ মাদানী দুজনেই জীবিত আছেন । এখন আমি আহলে হাদীস ভায়েদের বলব, আপনারা আইনুল বারী ও আব্দুল হামীদ মাদানী উভয়কে এক জায়গায় আমন্ত্রন করে তাদের দুজনের মাথায় কুরআন চাপিয়ে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, কার ফতোয়া মানলে পরকালে নাজাত পাওয়া যাবে । এখন যদি গা-বাঁচাবার জন্য বলেন যে “আমরা

কাউকে মানি না আমরা শুধু সহীহ হাদীস মানি ।" তাহলে একথা গ্রহনযোগ্য হবে না, কেননা, আইনুল বারী ও আব্দুল হামীদ মাদানী দুজনেরই দাবী যে তাঁরা সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে নামায শিক্ষার উপর বই লিখেছেন ।

আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীদের জঘন্যতম মাসআলা

আহলে হাদীস দলের লোকেরা কথায় কথায় সহীহ হাদীসের কথা বলে, এমন ভাব দেখায় যেন মনে হয় এরা সহীহ হাদীস ছাড়া কিছু মানে না । অথচ তাদের মাসআলার কিতাবে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত অসংখ্য ফতোয়া বিদ্যমান রয়েছে । যার সঙ্গে হাদীস কুরআনের কোন সম্পর্কই নেই । অথচ তাদের দাবী তারা নাকি সহীহ হাদীস মেনে চলেন । আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীরা তাদের কিতাবে যেসব মাসআলা লিখেছেন তা নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হল,

মিহরাব বানানো বিদ্‌আত

১ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মসজিদে মিহরাব বানানো বিদ্‌আত । আহলে হাদীসদের মুফতী আব্দুস সাত্তারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "যায়েদ বলে যে মসজিদে মিহরাব বানানো নাজায়েয এবং ওমর বলে জায়েয । জবাব চাই দুটি কথার মধ্যে কোনটি সত্য এবং গ্রহনযোগ্য ?"

এর জবাবে মৌলবী আব্দুস সাত্তার গায়ের মুকাল্লিদ বলেছেন,

بے شک مساجد میں محراب مروجہ کا بنانا ناجائز اور بدعت ہے ۔

بے شک مساجد میں محراب مروجہ کا بنانا ناجائز اور بدعت ہے۔

এর জবাবে মৌলবী আব্দুস সাত্তার গায়ের মুকাল্লিদ বলেছেন,

“নিঃসন্দেহে বর্তমানে মিহরাব বানানো নাজায়েয এবং বিদ্‌আত।” (ফাতাওয়া সাত্তারিয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৬৩)

এই কথা আল্লামা নাসীরুদ্দীন আলবানীও তাঁর সিলসিলাতুত আহাদীসিস যয়ীফাহ নামক গ্র-ন্থর প্রথম খ-ন্ডর ৬৪১-৬৪৭ পৃষ্ঠায় ৪৪৮ নং হাদী-সর ব্যাখ্যায় লি-খ-ছন।

সুতরাং আহলে হাদীসদের মতে মসজিদে মিহরাব বানানো নাজায়েয এবং বিদ্‌আত। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক।

সহবাসের পর বিনা গোসলে নামায জায়েয

২ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের ফতোয়া হল, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের পর যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে বিনা গোসলে নামায পড়া জায়েয। তাদের কিতাবে লিখা আছে,

جو اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو اس کی نماز بغیر غسل کے درست ہے

“কেউ যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে এবং যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে তার নামায বিনা গোসলেই দুরস্ত হবে।” (হিদায়াতে কুলুব কাশিয়াহ, পৃষ্ঠা-৩৬)

মোরগের কুরবানী জায়েয

৩ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মোরগের কুরবানী করা জায়েয । যেমন, মৌলবী আব্দুস সাত্তার একটি প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন,

شرعاً مرغ کی قربانی جائز ہے۔

"শরীয়াতে মোরগের কুরবানী করা জায়েয ।" (ফাতাওয়া সাত্তারিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৮২)

নিজকন্যাকে বিবাহ করা হালাল

৪ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের একটি খতরনাক মাসআলা হল যে নিজের নুৎফায় পয়দা হওয়া জারজ কন্যাকে বিবাহ করা হালাল । নবাব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র নবাব নুরুল হাসান খান নিজের নুৎফায় পয়দা হওয়া জারজ কন্যাকে বিবাহ করা হালাল বলে ফতোয়া দিয়েছেন । তিনি লিখেছেন,

ونیست وجه از برائے منع نکاح با دختریکه ایں کس باما درش زنا که وه
زیرا که تحریم محارم محرمات بشرع است و شرع بتحریم بنت شرعی آمده
و ایں دختر بنت شرعی نیست تا داخل باشد زیر قولهٖ تعالی "وَ بَنَاتُكُمْ" و
نتواں گفت که اسم بنت لاحق مخلوقه بماء اوست زیرا که ایں طوق اگر
بشرع است پس باطل است و اگر مراد آنست که غیر شرعی است پس مضر
مانیست چه اگرچه مخلوق از آب اوست لیکن ایں آب نه آبے است که بداں
طوق نسب ثابت شده بلکه آبے است که صاحب اور اجز حجر حاصل دیگر
نیست

“এই কন্যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই যার মায়ের সঙ্গে ঐ ব্যাক্তি ব্যাভিচার করেছে । কেননা, মুহাররিমাতের সঙ্গে মুহাররামের হারাম হওয়া শরীয়াত সম্মত কন্যাকেই (বিবাহ করা) হারাম বলা হয়েছে । যদিও এই (জারজ কন্যা) শরীয়াত সম্মত তার কন্যা নয় যে আল্লাহর বিধান, “তোমাদের কন্যারা তোমাদের জন্য হারাম” এর প্রয়োগ করা হবে । এবং আমরা বলতে পারিনা যে কন্যার নাম তার তৈরী পানির (বীর্য) জন্য বলা হয়েছে । কেননা, তাকে যদি শরীয়াত সম্মত কন্যা বলা হয় তাহলে সেটা বাতিল ধারণা । যদি এরকম অর্থ হয় যে কন্যা হওয়া শরীয়াত সম্মত নয় তাহলে এটা আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় কেননা, যদিও এই কন্যা তার নুৎফায় পয়দা হয়েছে । কিন্তু এই নুৎফা সেই নুৎফা নয় যার দ্বারা পাথর ছাড়া অন্য কিছু অর্জন করা যায়না ।” (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১০৯)

এইবার দেখুন আহলে হাদীসদের মহামন্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী এই মাসআলাটিকে নিয়ে কি তাহকীক করেছেন । তিনি লিখেছেন, وَ لَوْ زَنَا بِـامْرَاَةٍ تَـحِلُّ لَهٗ اُمُّهَا وَبِنْتُهَا

“এবং যদি কোন মহিলার সঙ্গে জ্বেনা (ব্যাভিচার) করা হয় তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য উক্ত মহিলার মা এবং কন্যা (বিবাহ করা) হালাল ।” (নজুলুল আবরার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১)

মুহাক্কিক ওয়াহীদুজ্জামান সাহেব আরও লিখেছেন,

ولو جامع احد زوجة ابيه سواء كان بالغا او غير بالغ صغيرا او مراهقا
لم تحرم على ابيه لما قدمنا ان حرمة المصاهرة لا تثبت بالزنا

“যদি কেউ পিতার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে যদিও সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা না হোক । ছোট হোক বা প্রাপ্তবয়স্কের কাছাকাছি । তার পিতার জন্য ঐ মহিলা হারাম হবে না যেরকম আমরা এর আগে বর্ণনা করেছি যে জ্বেনার দ্বারা বিবাহ হারাম প্রমানিত হয় না ।” (নজুলুল আবরার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১)

ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী আরও লিখেছেন,

وكذلك لو جامع زوجة ابنه لا تحرم على ابنه

"ঠিক সেই রকম যদি কেউ নিজের পুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে সেই মহিলা তার পুত্রের জন্য হারাম নয় ।" (নজুলুল আবরার, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৭)

এই হল গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসদের মাযহাব । তাদের জীবনযাত্রা বড়ই বিচিত্র ও বাজারী ধরনের । নিজের নুৎফায় পয়দা হওয়া কন্যাকে এরা বিবাহ করাকে হালাল বলে, বউমার সঙ্গে জ্বেনা করলে তাহলে পুত্রের জন্য হারাম হবে না, এইবার আহলে হাদীস পুত্রও পিতার উপর প্রতিশোধ নিয়ে নিল, পুত্র মনে মনে ভাবল, পিতা যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে জ্বেনা করেও যদি আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে আমিও একটা টোপ মেরে দেখি এই মনে করে সেও নিজের সৎমায়ের সঙ্গে জ্বেনা করে নিল তাহলে সৎমাও আহলে হাদীস পিতার জন্য হারাম হল না । যার সঙ্গে জ্বেনা করা হয় তার মা এবং কন্যার সঙ্গে বিবাহ হালাল । সমস্ত ধরনের রঙ্গ তামাসায় এই ওহাবী গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসদের ঘরে জমা হয়ে গেল ।

যাইহোক আহলে হাদীদের শায়খুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবীও লিখেছেন যে নিজের নুৎফায় পয়দা হওয়া জারজ কন্যার সঙ্গে বিবাহ করা জায়েয । (ফতোয়া নাযিরিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৮৬)

মুতা করা জায়েয

৫ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীদের মাযহাবে মুতা বিবাহ করা জায়েয । মুতা হল একধরনের সাময়িক বিবাহ । সাময়িক কিছু টাকার বিনিময়ে কোন নারীকে স্ত্রী রুপে গ্রহন এবং উপভোগ করে

বর্জন । এই মুতা সম্পর্কে আহলে হাদীসদের মহামান্য আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

"মুতা কুরআন শরীফের অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমানিত ।" (নজুলুল আবরার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩-৩৪)

তিনি আরও লিখেছেন,

وكذلك بعض اصحابنا في نكاح المتعة فجوزوها لانه كان ثابتا جائزا في الشريعة كما ذكره في كتابه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن قرأة ابى بن كعب و ابن مسعود فما استمتعتم به منهن الٰى اجل مسمى يدل صراحة علٰى اباحة المتعة فالاباحة قطعية لكونه قد وقع الاجماع عليه والتحريم ظنى .

"এবং ঠিক যেরকম আমাদের কিছু সাথী (গায়ের মুকাল্লিদ) মুতা বিবাহকে জায়েয বলেছেন যদিও তা শরীয়াতে প্রমানিত এবং জায়েয ছিল । যেমন আল্লাহ তাবারক তাআলা নিজের কিতাবে তার বর্ণনা এরকম করেছেন যে তাদের মধ্যে তোমরা যার সঙ্গে চাও মুতা কর তাহলে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও ।" (নজুলুল আবরার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩)

সুতরাং শিয়াদের মতো আহলে হাদীদের মতে মুতা বিবাহ করা জায়েয । (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

হস্তমৈথুন করা জায়েয

৬ নং মাসআলা ঃ এই মুহাক্কিক আহলে হাদীস নামধারী গায়ের মুকাল্লিদদের নিজের জারজ কন্যাকে বিবাহ করে, নিজের

সৎমায়ের সঙ্গে জ্বেনা করে, বউমার সঙ্গে জ্বেনা করে মুতা করে পেট ভরল না শেষ পর্যন্ত এরা হস্তমৈথুন করাকেউ জায়েয বলে ফতোয়া দিয়ে দিল । আর যারা মুতা করতে পারবে না এবং জ্বেনাও করতে পারবে না তাদের স্বস্তির জন্য আহলে হাদীসরা হস্তমৈথুন করাকে শুধু জায়েয নয় বরং মুবাহ ও ওয়াজীব বলে ঘোষনা করে দিল । যেমন নবাব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র নবাব মীর নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

بعض اہل علم نقل ایں استمناء از صحابہ نزد غیبت از اہل خود کردہ اند و درمثل ایں کارحرجے نیست بلکہ ہمچو استخراج دیگر فضلات موذیہ بدن است

"হস্তমৈথুন করা মুবাহ এবং কোন কোন সময় ওয়াজীব ।" (উরফুল জাদী, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা-২০)

পুরুষ চারের অধিক বিবাহ করতে পারে

৭ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মসলক হল পুরুষ একই সঙ্গে চারের অধিক বিবাহ করতে পারে । তাই নবাব নুরুল হাসান খান বিন নবাব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন,

وغیلان بن ثقفی نزد قبول اسلام دہ زن نزد خود داشت آنحضرت او را امر کرد باختیار چہار زن از آنہا۔ وایں را اگرچہ ابن حبان و حاکم تصحیح کردہ اند مگر بخاری و ابو زرعہ وابو حاتم اعلانش نمودہ، وابن عبد البر گفتہ کلہا معلولۃ، واعلہ غیرہ من الحفاظ، پس چنانکہ باید وشاید منتہض از برائے استدلال بر منع زیادت برا ربع نشود

“গিলান বিন শাকফী যখন ইসলাম কবুল করেছিলেন তখন তাঁর দশজন স্ত্রী ছিল । হুযূর (সাঃ) হুকুম দিলেন ঐ দশজনের মধ্যে কেবল চারজনকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিতে । এই হাদীসটাকে যদিও ইবনে হিব্বান এবং ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন কিন্তু ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু যুরআ এবং আবু হাতিম এই হাদীসটাকে নেন নি এবং ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, এই হাদীসের সমস্ত সনদ ‘মুআল্লাল’ এবং অধিকাংশ হাদীস বিশারদরা এই হাদীসটাকে ‘মুআল্লাল’ বলে ঘোষনা করেছেন । সেজন্য এই হাদীসটা সে যোগ্য নয় যে একই সময়ে চারের অধিক বিবাহ না করার ব্যাপারে সুনিশ্চিত দলীল হিসাবে পেশ করা যায় ।

আর কুরআনে যে বলা হয়েছে, “নারীগণের মধ্যে হতে তোমাদের মনমত দু’টি ও তিনটি ও চারটি বিয়ে কর” এটা হল একধরণের প্রবাদ প্রবচন এবং অভিধান অনুযায়ী একই সঙ্গে দুই দুই এবং তিন তিন এবং চার চার মহিলার সঙ্গে বিবাহ করা যেতে পারে । এতে মহিলার সংখ্যা কোন নির্দিষ্ট নেই ।”

তিনি আরও লিখেছেন,

اگر کسے نقل مخالف ایں معنی از ائمہ لغت و اعراب باشد مقام استفادہ از

روئے ست بیان تفصیل فرماید

“স্বয়ং কুরআনে করীম ও প্রিয় নবী (সাঃ) থেকে প্রমানিত যে তাঁর বিবাহে একই সঙ্গে নয়জন পর্যন্ত মহিলা ছিলেন এটা ইজমার বিপরীত । আর যদি এরকম দাবী করা হয় যে এটা তাঁর বৈশিষ্ট ছিল এটা অনির্ভরযোগ্য দলীল ।” (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১১১-১১২)

সুতরাং আহলে হাদীসদের ফতোয়া অনুযায়ী সম্রাট আকবরের মতো ৫ হাজার মহিলার সঙ্গে বিবাহ করে জীবনটাকে উপভোগ করা এবং ঘরকে রঙ্গ তামাসার স্থান বানিয়ে নেওয়া । আহলে

হাদীসদের নিজের সৎমা, শাশুড়ী, কন্যা, পুত্রবধুকে জ্বেনা (ব্যাভিচার) করে খায়েশ মিটল না । এবার ওদের প্রয়োজন শত শত সুন্দরী রমনী । যাদেরকে বিবাহ করে আহলে হাদীসরা বিন্দাস জীবন যাপন করতে পারবে । আহলে হাদীসদের মাযহাবটা বড়ই বিচিত্র ধরণের ।

সাহাবাদের কথা দলীল নয়

৮ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের ফতোয়া হল সাহাবাদের কথা দলীল নয় । যেমন, আহলে হাদীসদের মহামন্য আলেম শায়খুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী লিখেছেন,

افعال الصحابةؓ لا تنتهض للاحتجا ج بها.

"সাহাবাদের কার্যকলাপ থেকে দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।" (সিরাতে সানায়ী, পৃষ্ঠা- ১৯২)

নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

قول صحابی حجت نباشد

"সাহাবাদের কথা দলীল নয় ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৩৮)

তিনি আরও বলেছেন,

در قولِ صحابه حجت نیست

"সাহাবাদের আসার (হাদীস) থেকে দলীল প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১০)

তিনি আরও লিখেছেন,

ونه احدے را او تعالیٰ از عبادِ خود بایں آثار متعبد ساخت

"এবং কখনই আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদেরকে সাহাবায়ে কেরামদের 'আসার' এর গোলাম করেননি।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৮০)

জুমুআর নামায ওয়াজীব নয়

৯ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল জুমুআর নামায ওয়াজীব নয়। যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান ভূপালী লিখেছেন,

وبر بعيد المكان واجب نيست اگرچه نداء بشنود بنا بر مزيد مشقت دوان

"যার ঘর মসজিদ থেকে দুরে অবস্থিত। যদিও সে আজানের আওয়াজ শুনতে পায়। তার কষ্টের কারণে জুমুআর নামায ওয়াজীব নয়।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৪১)

ব্যাবসার মালে জাকাত নেই

১০ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল ব্যাবসার মালে জাকাত নেই। যেমন, মৌলবী নুরুল হাসান খান ভূপালী লিখেছেন,

وازينجا دريافت شد كه دليلے بر وجوب زكوٰة در اموال تجارت نيست

"এখান থেকে এই কথা প্রমানিত হয়ে গেল যে এর উপর কোন দলীল নেই যে ব্যাবসার মালে জাকাত দেওয়া ওয়াজীব হবে।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৫৬)

আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ولا شيء في غيرها من الجواهر والعروض ولو كانت للتجارة

"এছাড়া অধিকাংশ সামগ্রী ও গয়নার জাকাত নেই যদি সেটা ব্যাবসার জন্য হয়।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-৪৫)

রাতের বেলা মুর্দা দাফন করা নিষিদ্ধ

১১ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাযহাব হল রাতের বেলা মুর্দা দাফন করা নিষিদ্ধ। যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ودفن موتی در شب منهی عنه ست

"মৃতকে রাতের বেলা দাফন করতে নিষেধ করা হয়েছে।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৫৭)

বিনা ওজুতে তাওয়াফ জায়েয

১২ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে বিনা ওজুতে তাওয়াফ করা জায়েয। যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান ভূপালী লিখেছেন,

و وضوء قبل از طواف ثابت نشده

"তাওয়াফের জন্য প্রথমে ওজুও করতে হবে এটা প্রমানিত নয়।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৯৮)

বিনা সাক্ষীতে বিবাহ জায়েয

১৩ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল বিনা সাক্ষীতে বিবাহ করা জায়েয । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান ভূপালী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل اگر ثابت شود و بصحت رسد دليل باشد آنكه اشهاد از شرط نكاح ست ولكن در حديث مقال ست پس منتهض از برائے استدلال نشود

"ওলী এবং দুজন 'আদিল' সাক্ষী ছাড়া বিবাহ নেই" এই হাদীসটা যদি প্রমানিত হয় এবং সহীহও হয় তাহলে এটা দলীল যে সাক্ষী দাঁড় করানো বিবাহের একটি শর্ত । কিন্তু এই হাদীসটাকে জেরাহ করা হয়েছে সেজন্য এটা দলীলের জন্য ঠিক নয় ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১৮)

এহরামের সময় স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয় না

১৪ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল এহরামের সময় স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয় না । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

و جماع قبل وقوف عرفه مفسد حج نيست

"আরাফাতে পৌঁছাবার আগে স্ত্রী সহবাস করলে হজ্ব বাতিল হয় না ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১০১)

কাফিরের জবাই হালাল

১৫ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে কাফিরের জবাই করা পশু হালাল । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

وذبيحة الكافر حلال اذ ذبح لله وذكر اسم الله عند الذبح.

"এবং কাফিরের জবাই হালাল । যদি কাফের জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেই এবং যদি আল্লাহর জন্য জবাই করে ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৯২)

হাতি এবং খচ্চর হালাল

১৬ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে হাতি এবং খচ্চরের গোস্ত খাওয়া হালাল । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুলাল্লিদ লিখেছেন,

وفى البغل و الفيل قولان.

"খচ্চর এবং হাতির ব্যাপারে দুটি ফতোয়া আছে । তার মধ্যে একটি হল তা খাওয়া জায়েয ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে আহলে হাদীসদের সংখ্যা অতি নগন্য । তাই তারা যদি গোটা দশেক হাতি ধরে জবাই করতে পারে তাহলে পুরো পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত আহলে হাদীসরা পেট ভরে দু'বেলা হাতির গোস্ত মজা করে খেতে পারবে । আমার মনে হয় আহলে হাদীসদের জন্যই হাতির সংখ্যা দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ।

মানুষের গোস্ত খাওয়া জায়েয

১৭ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল মানুষের গোস্ত খাওয়া জায়েয । যেমন, আহলে হাদীসদের আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুলাল্লিদ লিখেছেন,

ومن لم يجد الا آدميا مباح الدم كحربى وزان محصن فله قتله واكله.

"যদি কোন ব্যক্তি কোনকিছু খাবার না পায় শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে যাকে হত্যা করা জায়েয, যেমন অমুসলিম অথবা সেই মুসলমানকে যে বিবাহিত হওয়া সত্বেও জ্বেনা করেছে তাহলে সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য জায়েয যে সে তাকে হত্যা করবে এবং তার গোস্ত খাবে ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৭৮)

সুতরাং আহলে হাদীসদের মতে অমুসলিম ও বিবাহিত ব্যাভিচারী মুসলমানের গোস্ত খাওয়া ক্ষুধার্তের সময় জায়েয । তাই আমি আমার অমুসলিম ও বিবাহিত ব্যাভিচারী মুসলমান ভাইদেরকে বলব, আপনারা আহলে হাদীস নামধারী নরখাদক সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে থাকবেন, কেননা তাদের যখন পেটের জ্বালা শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আপনাদেরকে জবাই করে আয়েশের সঙ্গে ভক্ষন করে পেটের জ্বালা মিটিয়ে ঢেকুর তুলবে এবং আপনাদের মায়ের কোল ফাঁকা করে দেবে এবং আপনাদের স্ত্রীগণকে বিধবা করে দেবে । সন্তানগুলোকে ইয়াতিম করে দেবে । সুতরাং এই নরখাদক আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের হাত থেকে সাবধান ।

যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয

২০ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসরা হট্টগোল করে বেড়ায় যে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা যাবে না কিন্তু তাদের মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী লিখেছেন,

سوال: جو شخص با قاعدہ نماز پنج وقتہ نہ پڑھے، کبھی کبھی پڑھے اس کا جنازہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ 'صَلّوا علی من قال لا الہ الا اللہ؛ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کا جنازہ پڑھ لیا کرو۔

“প্রশ্ন ঃ যে ব্যাক্তি পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েনা, কখনো কখনো পড়ে তার জানাযা পড়া জায়েয না নাজায়েয ?

উত্তর ঃ একটা যয়ীফ হাদীসে এসেছে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে তার জানাযা পড়ে নাও ।” (পরচা আহলে হাদীস, ১৩৫৪ হিজরী, ২১ জিলক্বাদ)

সুতরাং আহলে হাদীসদের মতে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করা জায়েয ।

বিনা ওজুতে কুরআনে হাত লাগানো জায়েয

২১ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে বিনা ওজুতে কুরআনে হাত লাগানো জায়েয । যেমন নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

محدث را مس مصحف جائز باشد

"যার ওজু হয়নি এরকম ব্যাক্তিরও কুরআনে কারীম ছোঁয়া জায়েয।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১৫)

বিনা ওজুতে সিজদা তিলাওয়াত জায়েয

২২ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে বিনা ওজুতে সিজদা তিলাওয়াত জায়েজ। যেমন আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ويجوز على غير وضوء.

"ওজু ছাড়াই সিজদা তিলাওয়াত জায়েয।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-৩৪)

নামাযের সময় হেঁ-ট দরজা খোলা জায়েয

২৩ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে নামাযের মধ্যে চলাফেরা করে দরজা খোলা করা জায়েয। যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

والمشى لفتح الباب اذا لم يكن فى البيت من يفتحه.

“যদি ঘরে দরজা খোলার মতো কেউ না থাকে তাহলে হেঁটে গিয়ে নামাযী দরজা খুলবে (তাহলে তার নামাযে কোন ক্ষতি হবে না) ।” (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-২৮)

ধনীদের জাকাত দেওয়া জায়েয

২৪ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে ধনীদেরকে জাকাত দেওয়া জায়েয । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

ومن جملہ سبل خدا صرف صدقہ در اهل علم ست که قیام دارند
بمصالح دینیه مسلمین پس ایشاں را نصیبے در مال خدا ست خواه تونگر
باشند یا گدا بلکه صرف آں دریں جهت از اهم امورست

“আল্লাহর রাস্তার মধ্যে এটাও একটি রাস্তা যে যাকাতের মাল আলেমদেরজন্য খরচ করা জায়েয । কেননা উলামারা মুসলমানদের দ্বীনি ব্যাপারে সংযুক্ত থাকেন সেজন্য জাকাতে তাদেরও অংশ আছে । এমনকি জাকাতের মাল আলেমদের জন্য খরচ করা অধিক প্রয়োজনিয় । যদিও সেই আলেম মালদার (ধনী) হোক অথবা গরীব ।” (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৬৯)

মাতা পিতাকে জাকাত দেওয়া জায়েয

২৫ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মাতা-পিতাকে জাকাত দেওয়া জায়েয । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

ادله عموماً و خصوصاً باشند بجواز دفع زکوة بسوئے اصول و
فروع

"উমুমি এবং খুসুসি দালায়েল থেকে প্রমানিত যে মাতা-পিতা এবং নিজের সন্তানদেকে জাকাত দেওয়া জায়েয ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৮২)

কিন্তু আহলে সুন্নতের মতে মাতা-পিতাকে পালন করা ফরজ । জাকাত কেবলমাত্র মিসকিনদেরই হক ।

বেশী খিদে ও পিপাসা লাগলে রোজা মাফ

২৬ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে বেশী খিদে ও পিপাসা লাগলে রোজা মাফ হয়ে যাবে । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

وشرط صوم استطاعت ست پس متعطش و مستاکل را صوم واجب نبود.

"রোজা রাখার জন্য সামর্থ শর্ত । সেজন্য যাকে বেশী খিদে এবং পিপাসা লাগে অথবা যাকে বেশী খিদে লাগে তার জন্য রোজা রাখা ওয়াজীব নয় ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-৭০)

আমার মনে হয় যেসব গায়ের মুকাল্লিদদের পেটের জ্বালা বেশী তাঁরা সারা জীবনেও রোজা না রাখলে চলবে । কেননা, খিদে ও পিপাসা সহ্য করতে না পারলে তাদের নিকট রোজা মাফ হয়ে যায় ।

বিনা বিসমিল্লাই জবাই হালাল

২৭ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল বিসমিল্লাহ না বলে জবাই করলে পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল । যেমন নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

وحق آنست که نزد اکل کافی ست اگر نزد ذبح معلوم نباشد

"সত্য এটাই যে যদি বোঝা না যায় জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া হয়েছে তাহলে গোস্ত খাবার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়ায় যথেষ্ট ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-২৪১)

অর্থাৎ অমুসলিমদের হোটেলে গিয়ে বিসমিল্লাহ বলে গোস্ত খাওয়া হালাল হবে ।

শিয়াদের জবাই হালাল

২৮ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাসআলা হল শিয়াদের দ্বারা জবাই করা পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল । যেমন গায়ের মুকাল্লিদদের শায়খুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী লিখেছেন,

واضح ہو کہ ذبیحہ اہل تشیع کا کھانا حلال ہے کیونکہ وہ اہل اسلام میں سے ہیں

"এটা প্রকাশ্য যে শিয়াদের জবাই করা (পশুর গোস্ত) খাওয়া হালাল কেননা, তারাও মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত ।" (ফতোয়ায়ে নাযীরিয়া, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩১৮)

মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া জায়েয

২৯ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মহিলাদের কবর স্থানে যাওয়া জায়েয । যেমন, মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী লিখেছেন,

عورتوں کو قبر پر جانا جائز ہے اور یہی جمہور اور اکثر علماء کا قول ہے

"মহিলাদের জন্য কবরস্থানে যাওয়া জায়েয এবং এটাই জুমহুর ও অধিকাংশ উলামার মত ।" (ফতোয়া নাযীরিয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬৫৭)

সুতরাং আহলে হাদীসরা মহিলাদের মসজিদে ঢুকিয়েই ক্ষান্ত হল না শেষ পর্যন্ত এরা মহিলাদের কবরস্থানে এনেও মজা লুটতে চায় ।

কাফিরের পিছনে নামায জায়েয

৩০ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে কাফিরদের পিছনে নামায পড়া জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

ولو اخبر بعد الصلوٰة بانه كافر فلا يعيدون.

"নামায পড়ানোর পর কাফির যদি বলে যে সে কাফির তাহলে মুক্তাদীর নামায দোহরাবার প্রয়োজন নেই ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-২৮)

পুত্রবধুর সঙ্গে জ্বেনা

৩১ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের শায়খুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলবী লিখেছেন,

سوال: اگر کسی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے جبراً زنا کیا تو وہ بیوی بیٹے کے نکاح سے نکل گئی یا اس کا نکاح بیٹے سے باقی ہے؟

جواب: اہل حدیث کے نزدیک وہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے باہر نہیں ہوئی

"প্রশ্ন ঃ যদি কেউ নিজের পুত্রবধুর সঙ্গে জবরদস্তি জ্বেনা করে তাহলে পুত্রবধুর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না পুত্রর সঙ্গে বিবাহ বাকি থাকবে ?

উত্তর ঃ আহলে হাদীসদের নিকট সেই মহিলা নিজের স্বামীর বিবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না ।" (ফতোয়া নাযীরিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২২৫)

মদ মিশ্রিত সুগন্ধী এবং ওষুধের ব্যাবহার জায়েয

৩২ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মদ মিশ্রিত সুগন্ধী ও ওষুধের ব্যাবহার জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

فانواع الطيب والادوية التي يختلط بها لا بأس باستعمالها وشربها لانها لا تسمى خمرا ولا هي مسكرة.

"যাইহোক সুগন্ধী ও ওষুধের সেই অংশে যাতে মদ মিশ্রিত আছে তা ব্যাবহার করা এবং পান করাতে কোন অসুবিধা নেই এই জন্যই যে সেটাকে আর মদ বলা যাবে না এবং সেটা থেকে নেশাও হয় না ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৯০- ১৯১)

সুতরাং আহলে হাদীসদের মতে মদের ব্যাবহার করা জায়েয ।

কাফিরের কুকুরের শিকার খাওয়া হালাল

৩৪ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে কাফিরের কুকুর দ্বারা শিকার খাওয়া হালাল । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান ভূপালী লিখেছেন,

ودلیلے بر عدم حل صید کلب مرسل کافر قائم نیست

"এর উপর কোন দলীল নেই যে যদি কাফির শিকার করার জন্য কুকুর ছাড়ে তাহলে সেই শিকার খাওয়া হালাল নয় ।" (উরফুল জাদি, পৃষ্ঠা-২৩৭)

নাপাকির উপর নামায পড়া জায়েয

৩৫ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে নাপাক জিনিসের উপর নামায পড়া জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

والصلوٰة علی نجس لم یظهر علیه لونه و ریحه ورطوبته.

"এরকম নাপাক জিনিসের উপরও নামায পড়া যেতে পারে যার উপর নাপাকীর রং অথবা গন্ধ অথবা আকার যদি প্রকাশ না পায় ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-২৭)

ইঁদুরের পায়খানা খাওয়া জায়েয

৩৬ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের একটি খতরনাক মাসআলা হল যে ইঁদুরের পায়খানা খাওয়া জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ولو وجد خرء فارة خلال خبز يحل اكله.

"যদি রুটির মধ্যখানে ইঁদুরের পায়খানা পাওয়া যায় তাহলে তা খাওয়া হালাল ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা-২৩৬)

আহলে হাদীসদের জীবনযাত্রাই হল কুকুর বেড়ালের মতো । কুকুররা তো মানুষের পায়খানা খায় আর আহলে হাদীসরা ইঁদুরের পায়খানাকেও খাওয়া জায়েয বলে দিল । আমার মনে হয় আমাদের দেশের সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের জীবনযাত্রা আহলে হাদীসদের থেকে অনেক ভাল, কারন আদিবাসীরা তো শুধুমাত্র ইঁদুর শিকার করে খায় ইঁদুরের পায়খানা খায় না আর আহলে হাদীসরা ইঁদুরের পায়খানা খাওয়াকেও জায়েয বলে । আল্লাহ তুমি এদেরকে হেদায়াত দাও ।

মনী, রক্ত, লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা এবং মদ পাক

৩৭ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মনী, রক্ত, মহিলাদের লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা (ভিজে ভিজে ভাব) এবং মদ পবিত্র বস্তু । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

والمنى طاهر وكذلك الدم غير دم الحيض ورطوبة الفرج والخمر وبول الحيوانات غير الخنزير.

"মনী পাক, ঠিক সেই রকম মাসিকের রক্ত ছাড়া অন্যান্য রক্তও পাক । মহিলাদের লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা এবং মদও পাক এবং শুকর ছাড়া সমস্ত জীবজন্তুর পেসাবও পাক ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১২)

আহলে হাদীসদের নিকট মনী, রক্ত, মহিলাদের লজ্জাস্থানের ভিজে ভিজে জায়গা, মদ, সমস্ত জীবজন্তুর পেসাবই যদি পাক হয়ে গেল তাহলে আহলে হাদীদের নিকট নাপাক বলে রইল কোন জিনিসটা ? আহলে হাদীসদের মাযহাবটা বড়ই বিচিত্র ধরণের । তাদের কাছে নাপাক বলে কোন জিনিস নেই ।

হালাল জন্তুর পেসাব পাক

৩৮ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নিকট হালাল জন্তুর পেসাব পাক । যেমন, মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

وعند القول الظاهر قول من قال بطهارة بول ما يوكل لحمه.

"আমার নিকট তার কথায় শক্তিশালী যে ব্যাক্তি ঐ সমস্ত জন্তুর পেসাব পাক হওয়া মনে করে যার গোস্ত খাওয়া যায় ।" (তুহফাতুল আহওয়াযী শারাহ জামে আত্-তিরমিযী, খণ্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৮৭)

শুয়োর এবং কুকুরের ঝুটা এবং কুকুরের ঘাম পাক

৩৯ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে শুয়োর এবং কুকুরের ঝুটা এবং কুকুরের ঘাম পাক । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

وبول ما يؤكل لحمه طاهر وكذا سوره و جميع الاسار غير سور الكلب والخنزير ففيه قولان وكذا فى ريق الكلب والعرق كالسور.

"যার গোস্ত খাওয়া যায় তার পেসাব পাক এবং তাদের ঝুটা পাক । ঠিক সেই রকম সমস্ত জন্তুর ঝুটা পাক (যদিও তাদের গোস্ত খাওয়া যাক অথবা না যাক) কুকুর এবং শুয়োর ছাড়া । তাদের ঝুটার ব্যাপারে দুটি মত আছে (একটা পাক হওয়া সম্পর্কে অন্যটা নাপাক হওয়া সম্পর্কে) । ঠিক সেই রকম কুকুরের থুতু এবং ঘামের ব্যাপারেও দুটি মত আছে ।"

তিনি আরও লিখেছেন,

واختلفوا فی لعاب الکلب والخنزیر وسورهما الارجح طهارته کما مر.

"লোকেদের এতে মতভেদ আছে যে কুকুর এবং শুকরের ঝুটা এবং তাদের লালা পাক না নাপাক । সঠিক মত এটাই যে সেগুলো পাক । যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে ।" (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৪৯)

সুতরাং আহলে হাদীসদের নিকট নাপাক বলে কিছু নেই ।

কুকুরের পেসাব পায়খানা পাক

৪০ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নিকট কুকুরের পেসাব ও পায়খানা পাক । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

وکذلک فی بول الکلب وخرائه والحق انه لا دلیل عل النجاسة.

"লোকেদের এতেও মতভেদ আছে যে কুকুরের পেসাব ও পায়খানা পাক । এবং সত্য কথা এটাই যে তাদের নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই ।" (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০)

সুতরাং আহলে হাদীসদের নিকট কুকুরের পেসাব ও পায়খানা পাক ।

গোসল মাফ

৪১ নং মাসআলা ঃ নিম্নলিখিত ব্যাপারে আহলে হাদীসদের নিকট গোসল মাফ । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

(۱) اگر کسی جن نے کسی عورت کی شرم گاہ میں اپنا حشفہ (یعنی آلۂ تناسل کا سرا) داخل کر دیا ہو اور عورت نے اس جن کو دیکھا نہ ہو اور اس کو انزال بھی نہ ہوا ہو۔

(۲) اگر کسی آدمی نے اپنا آلۂ تناسل کسی جانور کی شرم گاہ میں داخل کر دیا ہو۔

(۳) اگر آدمی نے اپنا آلۂ تناسل کسی آدمی کی دبر میں داخل کیا ہو۔

(۴) اگر کسی نے اپنا آلۂ تناسل کسی جانور کی دبر میں داخل کر دیا ہو۔

(ক) যদি কোন জ্বিন কোন মহিলার লজ্জাস্থানে নিজের লিঙ্গ প্রবেশ করায় আর মহিলাটি যদি জ্বিনটাকে দেখতে না পায় আর তার যদি বীর্যপাত না হয় ।

(খ) যদি কোন ব্যাক্তি নিজের লিঙ্গ কোন জন্তুর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করায় ।

(গ) যদি কোন ব্যাক্তি নিজের লিঙ্গ কোন পুরুষের পায়ুপথে প্রবেশ করায় ।

(ঘ) যদি কোন ব্যাক্তি নিজের লিঙ্গ কোন জন্তুর পায়ুপথে প্রবেশ করায় । (নজলুল আবরার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৩)

জ্বেনাকারীর দ্বারা তৈরী করা মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদের মর্তবা সমান

৪২ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মাযহাব হল জ্বেনাকারী মহিলা যদি মসজিদ নির্মান করে সেই মসজিদের ও অন্যান্য সাধারণ মসজিদের মর্যাদা সমান । যেমন, মিঁয়া নাযীর হোসেন দেহলবী লিখেছেন,

زانیہ (بدکاری کا پیشہ اختیار کرنے والی عورت) کی بنائی ہوئی مسجد کا حکم بھی عام مساجد کی طرح ہے۔اوراس میں نماز پڑھنا درست ہے۔

"জ্বেনাকারী মহিলার তৈরী করা মসজিদের হুকুম ও অন্যান্য মসজিদের হুকুম সমতুল্য । এবং সেখা-ন নামায দুরস্ত ।" (ফাতাওয়া নাযীরিয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩৯৭)

চামচিকা ইঁদুর খাওয়া হালাল

৪৩ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে চামচিকা ইঁদুর প্রভৃতি খাওয়া হালাল । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

ويحل ما سواها من ذوات القوائم والطيور وحشرات الارض كوبر و نسر ورخم وعُقْعُقْ وَلَقْلَقْ وغراب و خفاش وهدهد وببغاء وطاؤس وخطاف وقنقذ الفيران.

"এছাড়াও চতুস্পদ জন্তু, পশুপক্ষী এবং হাশারাতুল আরদ হালাল । যেরকম, খরগোস, গাধা, দেশী কাক, সারস, কাক, চামচিকা,

হুদহুদ, তোতা, ময়ুর, আবাবিল, ইঁদুর প্রভৃতি ।” (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৭৬)

গনদম (গম) এবং ছোলা পেসাবে পড়ে গেলেও পাক

৪৪ নং মাসআলা ঃ আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ولو انتفخت الحنطة من بول الانسان او الحمص او نحوه وتنقى في الماء وتجفف فتطهر.

“এবং যদি গনদমের দানা অথবা ছোলা প্রভৃতি মানুষের পেসাবে পড়ে ফুলে যায় এবং পানিতে যদি পরিস্কার হয়ে যায় এবং শুকনো হয়ে যায় তাহলে সেটা পাক হয়ে যায় ।” (নজলুল আবরার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৫০)

দুর্গন্ধযুক্ত পচা খাবার খাওয়া জায়েয

৪৫ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নিকট দুর্গন্ধযুক্ত পচা খাবার খাওয়া জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ولا يحرم اكل لحم انتن ولا اكل شحم كذلک ولا شرب سمن ولبن ولا اكل طعام كذلک.

“দুর্গন্ধযুক্ত পচে যাওয়া গোস্ত খাওয়া হারাম নয় । ঠিক সেই রকম ঐ ধরণের চর্বি খাওয়া এবং ঐ রকম পচে যাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত ঘি খাওয়া দুধ পান করা এবং নিজের পচে যাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া জায়েয ।” (নজলুল আবরার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৬৪)

পুঁজ, রক্ত এবং বমি পাক

৪৬ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নিকট পুঁজ এবং রক্ত পাক । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

والدم و لو كان مسفوحًا والقيح والضديد والقئ لا دليل على نجاستها غير دم الحيض فانه نجس كما مر.

"পুঁজ এবং বমি সব পাক এবং এদের নাপাক হওয়ার কোন দলীল নেই । শুধু মাসিকের রক্ত নাপাক যা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে ।" (নজলুল আবরার, পৃষ্ঠা-৫৫ ও ১৮০)

মদ পানকারীর ঝুটা পাক

৪৭ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মদ পানকারী ব্যাক্তির ঝুটা পাক । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

وسؤر شارب الخمر طاهر سواء كان فور شربه الخمر أوبعده لان الصحيح طهارة الخمر كذا سور الجلالة وعرقها.

"মদ পানকারী ব্যাক্তির ঝুটা পাক । যদি মদ পান করার তৎক্ষনাৎ হোক বা পরে হোক । এই জন্যই যে সহীহ মাযহাব হল মদ পাক । ঠিক সেই রকম পচা জিনিসপত্র ভক্ষনকারী জন্তুর ঝুটাও পাক এবং তার ঘামও পাক ।" (নজলুল আবরার, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩১)

মাটি খাওয়া জায়েয

৪৮ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মাটি খাওয়া জায়েয । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান ভূপালী লিখেছেন,

واما اکل تراب پس در منع ازاں دلیلے نیامده

"এই ব্যাপারে কোন দলীল নেই যে মাটি খাওয়া নিষেধ ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-২৩৮)

আহলে হাদীসরা কোন জিনিসটা খেতে বাকী রাখল একমত্র আল্লাহ পাকই জানেন ।

রোজা ভঙ্গ হয় না

৪৯ নং মাসআলা ঃ নিম্নলিখিত কার্যকলাপে আহলে হাদীসদের মতে রোজা ভঙ্গ হয় না । যেমন,

(ক) আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন "যদি কেউ মহিলার লজ্জাস্থান ছাড়া অথবা পায়খানার দ্বারে সহবাস করে তাহলে রোজা ভঙ্গ হয় না ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ৪৭)

(খ) তিনি আরও লিখেছেন, "(এতেও রোজা ভঙ্গ হয় না) যে রোজাদার ইস্তেন্জা করল তার পায়খানার দ্বার বা লিঙ্গের মাধ্যমে পেটে যদি পানি চলে যায় ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ৪৭)

(গ) তিনি আরও লিখেছেন, "যদি কেউ নিজের আঙ্গুল পায়খানার দ্বারে প্রবেশ করায় বা কোন মহিলা যদি নিজের আঙ্গুল লজ্জাস্থানে প্রবেশ করায় তাহলে তার রোজা ভঙ্গ হয় না ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ৪৭)

(ঘ) তিনি আরও লিখেছেন, "পায়খানার দ্বারে ছড়ি, লোহা এবং লাঠি প্রবেশ করালে রোজা ভঙ্গ হয়না ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ৪৭)

এই হল আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের জঘন্যতম ফতোয়া ।

মনী পাক

৫০ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মনী পাক জিনিস । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান বিন নবাব সিদ্দিক হাসান খান লিখেছেন,

منی هر چند پاك ست واما غسل و فرك وحت از شارع عليه السلام ثابت شده۔

"অর্থাৎ মনী প্রত্যেক অবস্থাতেই পাক । কিন্তু সেটা ধোওয়া এবং রগড়ানো এবং খুঁচে উঠানো নবী (সাঃ) থেকে প্রমাণিত ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১০)

তিনি আরও লিখেছেন যে মনী (বীর্য) খাওয়া হালাল । (ঐ)

মৃত মহিলার সঙ্গে জ্বেনা করলে গোসল ওয়াজীব নয়

৫১ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মৃত মহিলার সঙ্গে জ্বেনা করলে গোসল ওয়াজীব নয় । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

اذا اولج فی فرج امرأة میتة فالمرجح فی عدم الوجوب.

"যদি কেউ মৃত মহিলার লজ্জাস্থানে নিজের লিঙ্গ প্রবেশ করায় তাহলে সঠিক মত এটাই যে তার গোসল ওয়াজীব নয় ।" (নজুলুল আবরার, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-২৩)

সুদ নেওয়া জায়েয

৫২ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে সুদ নেওয়া জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

واجازوا للدول الاسلامية ان لم تجد قرضا حسنا ان ياخذ الاموال بالربا.

"উলামাগণ ইসলামী হুকুমতের জন্য এটা অনুমতি দিয়েছেন যে যদি শাসক উত্তম ঋণ না পায় তাহলে সুদের উপর ঋণ গ্রহন করবে ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৩)

মাসিকের অবস্থায় সহবাস করা

৫৩ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

وهر كه زن خود را در حيض بيايد يك دينار يا نيم دينار صدقة وهر

"যে ব্যাক্তি মাসিকের সময় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে তাহলে সে যেন এক দিনার বা অর্ধ দিনার সদকা করে ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা- ১৬)

না জানি এই ফতোয়া নবাব নুরুল হাসান খান সাহেব কোন সহীহ হাদীস থেকে পেয়েছেন ।

মৃত খাওয়া হালাল

৫৪ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে মৃত সামুদ্রিক প্রানী খাওয়া হালাল । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

فميتة البحر حلال سواء ماتت بنفسها او بالاصطياد ...... سواء كان سمكا او بقرا او غنما او كلبا او خنزيرا او انسانا بحريا او كوسجا او مارماهي اوالجريث يحل اكله بلا ذبح.

"সামুদ্রিক মৃত প্রানী হালাল যদিও সেগুলো নিজেই মরুক বা শিকার করার দ্বারা মরা হোক । এবং যদিও সেগুলো মৃত মাছ হোক বা গাই হোক বা ছাগল হোক বা কুকুর হোক বা শুয়োর হোক বা সামুদ্রিক মানুষ ।.........এগুলো খাওয়া হালাল ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৭৫)

সামুদ্রিক সাপ হালাল

৫৫ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে সামুদ্রিক সাপ খাওয়া হালাল । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

اما حيات البحر التى لا تبقى حية فى البر فهى حلال لانها فى حكم السمك.

"সামুদ্রিক সাপ যেগুলো ডাঙ্গায় বেঁচে থাকতে পারে না সেগুলোও হালাল এই জন্যই যে তাদের তাদের মাছের হুকুম হবে ।" (কানযুল হাকায়েক, পৃষ্ঠা- ১৭৫)

সুতরাং মাছ যেমন খাওয়া হালাল ঠিক সেই রকম আহলে হাদীসদের নিকট সামুদ্রিক সাপও হালাল ।

লজ্জাস্থান দেখিয়ে নাপাক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয

৫৬ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নিকট লজ্জাস্থান দেখিয়ে নাপাক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয । যেমন, নবাব নুরুল হাসান খান লিখেছেন,

وازینجا در یافته باشی که هر چیزے از عورتش در نماز نمایاں شد یا در جامه ناپاك نماز گذار ونمازش صحیح است وزاعم بطلانش مطالب بدلیل-

"এখান থেকে তোমাদেরকে এটাও বোঝানো হল যে যদি কারো লজ্জাস্থানের কিছু অংশ নামাযের মধ্যে খোলা থাকে অথবা সে যদি নাপাক কাপড়ে নামায পড়ে তাহলে তার নামায সহীহ এবং যে ব্যাক্তি এরকম মনে করে যে তার নামায বাতিল তাহলে তাকে দলীল পেশ করা উচিৎ ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-২২)

সুতরাং আহলে হাদীসদের মতে লজ্জাস্থান দেখিয়ে নামায পড়া জায়েয । আহলে হাদীস মতে মহিলারাও তো মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে পারেন । না জানি তাদের মহিলারা মসজিদে গিয়ে কতবার লজ্জাস্থান সবাইকে দেখিয়ে নামায পড়েছেন ।

সত্যই আহলে হাদীসদের জীবনযাত্রা বড়ই বিচিত্র ধরণের । এরা মসজিদে গিয়ে মহিলাদেরকেও সবার সম্মুখে উলঙ্গ করতে বাদ দেয় না । না জানি আল্লাহ কবে এদেরকে হেদায়াত দান করবেন ।

হাত ছেড়ে নামায পড়া, মহিলাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ, শতরঞ্জ খেলা, গান বাজনা এবং মিলাদের মজলিসে যাওয়া জায়েয

৫৭নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের নিকট হাত ছেড়ে নামায পড়া মহিলাদের সঙ্গে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ, শতরঞ্জ খেলা, গান বাজনা করা এবং মিলাদের মজলিস কায়েম করা জায়েয। যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী লিখেছেন,

ولا يجوز الانكار على امور مختلفة فيها بين العلماء كغسل الرجل ومسحه فى الوضوء والتوسل بالاموات فى الدعاء والدعاء من الله عند قبور الاولياء والانبياء وارسال اليدين فى الصلوة ووطى الازواج والاماء فى الدبر والمتعة والجمع بين الصلوتين واللعب بالشطرنج والغناء والمزامير والفاتحة المرسومة او مجلس الميلاد وهو المنقول عن امامنا احمد بن حنبل.

"নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলিতে যাতে উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে অস্বীকার করা জায়েয নয়। উদাহারণস্বরুপ, ওজুতে পা ধোওয়া অথবা তার উপর মাসাহ করা, দুয়াতে মৃতদের ওসীলা ধরা, আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবরে দুয়া করা, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দুই হাত ছেড়ে রাখা স্ত্রী অথবা দাসীর পায়খানার রাস্তায় সহবাস করা, মুতা করা, দুই নামাযকে একত্রিত করা, শতরঞ্জ খেলা, গান বাজনা করা এবং প্রচলিত ফাতেহাখানি, নযর-নিয়াজ এবং মিলাদের

মজলিস কায়েম করা এবং এই কথা আমাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকে বর্ণিত আছে ।” (হাদীয়াতুল মাহদী, পৃষ্ঠা-১১৭)

সুতরাং বেরেলী ভায়েদের মতো আহলে হাদীসরাও যখন প্রচলিত ফাতেহাখানি, নযর-নিয়াজ ও মিলাদের মজলিস কায়েম করাকে যখন জায়েয বলে দিল তাহলে বেরেলী ও আহলে হাদীসদের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায় ?

শিয়াদের মতো আজান দেওয়া জায়েয

৫৮ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে শিয়াদের মতো আযান দেওয়াকে জায়েয বলে । শিয়ারা আযানে ‘হাইয়া আলাল ফালা’র পর হাইয়া আলি খাইরুল আমাল’ বলে । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

ولـو زاد بـعـد الـحيعلتين حى على خير العمل فلا

بأس به“. (نزل الابرار ج ا ص ٥٩)

“এতে কোন অসুবিধা নেই যদি ‘হাইয়া আলাল ফালা’র পর ‘হাইয়া আলি খাইরুল আমাল’ বলা হয় ।” (নজুলুল আবরার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৯)

এই কথা নবাব নুরুল হাসান খান বিন নবাব সিদ্দিক হাসান খানও তাঁর কিতাবে লিখেছেন । তিনি লিখেছেন,

وشیعـه دراثبات حی علی خیر العمل حد بسیار دارند تا آنکه ایں تثویب
را از اعـظـم شـعارات گردانید ند و نافی آں اجتهاد در تبدیع آں دارد و از اشد
حـوادثات می انگارد، و باآنکه دراینجا امر هین وخطیب یسیرست چه مسئله
اجتهـادی وظـنـی ست بر هیچ از منکر و مثبت نکیر نیست، وانصاف آنست
که از وجه صحیح مرفوع ثابت شده واجب القبول باشد۔

"শিয়ারা 'হাইয়া আলি খাইরুল আমাল'কে প্রমান করার জন্য পুরোপুরি প্রচেষ্টা চালায় এমনকি এটাকে তারা তাদের মাযহাবের গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ মনে করে এবং এটাকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে বিদ্আতী আখ্যা দেয় । কিন্তু যেহেতু এই মাসআলা গ্রহণ করাতে খুবই মামুলী কারণ এটা ইজতেহাদী এবং যুক্তি সম্মত সেজন্য এটাকে যারা অস্বীকার করবে তাদের প্রতি কোন বিরোধ নেই এবং এটাকে যারা গ্রহন করবে তাদের প্রতিও কোন অভিযোগ নেই । আর ইনসাফপুর্ণ কথা এটাই যে যে জিনিস মরফু ভাবে প্রমানিত সেটাকে কবুল করা ওয়াজীব ।" (উরফুল জাদী, পৃষ্ঠা-২৮)

অর্থাৎ শিয়াদের মতো আযানে 'হাইয়া আলি খাইরুল আমাল' বলা জায়েয । এবং নবাব নুরুল হাসান খান সাহেবের নিকট এটাকে গ্রহন করা ওয়াজীব ।

ব্যাভিচার করা জায়েয

৫৯ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে ছোট বাচ্চা মেয়ের সাথে ব্যাভিচার করা জায়েয । যেমন, আল্লামা ওয়াহীদুজ্জামান হায়দ্রাবাদী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

"সাত বছরের বালিকা যদি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করায় তাহলে সেটা হারাম বলে প্রমানিত হবে না ।" (নজুলুল আবরার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২১)

হায়রে হতভাগা আহলে হাদীস সম্প্রদায় । তাদের যৌবনের এতই তাড়না যে শেষ পর্যন্ত সাত বছরের নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে ব্যাভিচার করাকে হালাল বলে দিল । সুতরাং কোন আহলে হাদীস ঘরের সাত বছরের নাবালিকা যদি হানাফী ঘরের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে সহবাস করায় তাহলে তারা নিশ্চয় উত্তেজিত হবেন না বরং হানাফী ঘরের ছেলেকে সাবাসই দিবেন । সত্যই এরা কিনা পারেন ।

কাদিয়ানীদের পিছনে নামায পড়া জায়েয

৬০ নং মাসআলা ঃ আহলে হাদীসদের মতে কাদিয়ানীদের পিছনে এক্তেদা করে নামায পড়া জায়েয । যেমন, মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী গায়ের মুকাল্লিদ লিখেছেন,

"বেশ কিছুদিন আগে 'আখবারে আহলে হাদীসে'র মধ্যে এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল যে পাঞ্জাবের উস্তাদ জনাব আব্দুর রহমান সাহেব, মাওলানা হাফিয আব্দুল্লাহ রোপড়ী, জনাব শাহ আশিকুর রহমান সাহেব, মাওলানা হাফিয আব্দুল আজিজ সাহেব প্রভৃতিরা কাদিয়ানীদের পিছনে নামায পড়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন ।" (আহলে হাদীস পত্রিকা, অমৃতসর, পৃষ্ঠা-৭, ২৫ জুন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ)

সুতরাং আহলে হাদীসদের কাদিয়ানীদের পিছনে পিছনে নামায পড়া জায়েয ।

মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেব আরও লিখেছেন, “যদি মহিলা কাদিয়ানী হয় তাহলে উলামাদের রায় বিপরীত হবে, তবে আমার কম জ্ঞানে মনে হয় তার সঙ্গে বিবাহ করা জায়েজ ।” (আহলে হাদীস পত্রিকা, অমৃতসর, পৃষ্ঠা-১৩, নভেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)

সুতরাং আহলে হাদীস উলামা মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ফতোয়া অনুযায়ী কাদিয়ানী মহিলার সঙ্গে বিবাহ করা জায়েয ।

এই হল গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস বলের তথাকথিত নামধারী মৌলবীদের জঘন্যতম ফতোয়া । যা পাঠ করলেই বমি আসে, ঘৃনা বোধ হয় । এগুলো কুরআন ও সহীহ হাদীস তো দুরের কথা যয়ীফ বা মওযু হাদীসেও এসবের কোন নামপাত্তা পাওয়া যায় না । যাদের মাসআলার কিতাবে এতো জঘন্য ফতোয়া বিদ্যমান তারা ইমাম আযম আবু হানীফা রাজিআল্লাহু তাআলা আনহু এর মাযহাবের বিরোধিতা করে ।

উপসংহার

প্রিয় পাঠকগণ ! এতক্ষন দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে প্রমান হয়ে গেল যে তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আসল রহস্য কি এবং এদের মাসআলার কিতাবে কিরকম জঘন্যতম অরুচিকর মাসআলা লেখা আছে । সুতরাং এদের এইসব জঘন্যতম মাসআলাগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা হানাফী ফিকহের প্রতি মিথ্যা অপবাদ চাপায় । আর আমাদের আহনাফ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের তরফ থেকে চ্যালেঞ্জ রইল যে তারা যে কোন

সময় আমাদের হানাফী ফিকহের কিতাব নিয়ে মুনাযারা করতে পারে। আমরা তার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি ইনশাল্লাহ।

আর যখন আহলে হাদীসদের সামনে তাদের উলামাদের দ্বারা লিখিত জঘন্য মাসআলাগুলি বর্ণনা করা হয় তখন তাঁরা গতি খারাপ বুঝে সেগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যান। যেমন, এম. এম. রশিদী সাহেবের লেখা 'আহলে হাদীস ফিরকার গোপন কথা' পুস্তকের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আহলে হাদীসদের একজন হাফিয মতিয়ার রহমান সাহেব তাঁর 'আহলে হাদীস ফিরকার গোপন কথার শরীয়াতী প্রতিবাদ' পুস্তকে আহলে হাদীস উলামাদের দ্বারা লিখিত কিতাবগুলিতে বর্ণিত জঘন্য মাসআলাগুলিকে হানাফীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জঘন্য প্রয়াস করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ঐসব মাসআলাগুলো কুরআন ও হাদীসের বরাত ফাঁকা ফেকার (হানাফী ফিকহের) মাসআলা নয় তো ?" (পৃষ্ঠা-৩)

একেই বলে নিজে চোর হয়ে অপরকে চোর সাজানো। একেই বলে চোরের মায়ের বড় গলা। উপরিউক্ত যেসব কেতাবের হাওয়ালা আমি দিয়েছি সেগুলো প্রত্যেকটি আহলে হাদীস উলামাদেরই লেখা। যেমন, বদুরুল আহিল্যাহ, উরফুল জাদী, নজুলুল আবরার, কানযুল হাকায়েক, দলীলুত ত্বালিব, দস্তুরুল মুত্তাকী, আল বুনইয়ানুল মারসুস প্রভৃতি কিতাবগুলি আহলে হাদীস উলামারাই লিখেছেন।

একটি চ্যালেঞ্জ

আহলে হাদীস হাফিয মতিয়ার রহমান তথা সমগ্র গায়ের মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীসদের প্রতি আমার এই চ্যালেঞ্জ রইল যে আমি যেসব কিতাবের হাওয়ালা দিয়েছি সেগুলো হানাফী আলেমের লেখা, আহলে হাদীস আলেমের লেখা নয়। যদি কোন গায়ের মুকাল্লিদ

ফিরকার হালালী সন্তান এটা প্রমান করে দিতে পারে তাহলে আমার তরফ থেকে তার জন্য নগদ ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দানের ওয়াদা রইল ।

যদি টাকা দিতে না পারি তাহলে আমি আহলে হাদীস মাযহাব গ্রহণ করে নেব ।

ইতি

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

গ্রাম - শালজোড়, জেলা - বীরভূম

পিন - ৭৩১১২৪, পশ্চিম বঙ্গ (ভারত)

Email-md.abdulalim1988@gmail.com

অনুদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য ।
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর
ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ ।
[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।
(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
-মোবাইল ঃ +91 9232609605
(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।
(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।
(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট, +91 9679897029
(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম, -মোবাইল ঃ +91 9734201012
(৮) অশিক ইকবাল, ময়ূরেশ্বর, বীরভূম,
-মোবাইল ঃ +91 7501879668
(৯) রাকিবুল ইসলাম, হরিনাজোল, বীরভূম,
(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে,
-মোবাইল ঃ +91 9732013914

লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে ।
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ?
৩. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ?
৪. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ ।
৫. আমরা সবাই মৌলবাদী ।
৬. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা ।
৭. আমরা সবাই তালিবান ।
৮. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ?
৯. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী ।
১০. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত ।

রদ্দে গায়ের মুকাল্লিদীয়াত সিরিজ

১১. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (১ নং সিরিজ)
১২. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (২ নং সিরিজ)
১৩. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ । (৩ নং সিরিজ)
(৮ রাকাআত তারাবীহর খন্ডন ও ২০ রাকাআত তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ)
১৪. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের অপবাদ ও তার খন্ডন । (৪ নং সিরিজ)
১৫. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (৫ নং সিরিজ)
১৬. মিরাজ রাব্বানীর রহস্য ফাঁস (৬ নং সিরিজ)
১৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (৭ নং সিরিজ)
১৮. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (৮ নং সিরিজ)
১৯. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (৯ নং সিরিজ)
২০. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (১০ নং সিরিজ)
২১. মাসআলা আমীন বিল জেহের ।(১১ নং সিরিজ)
২২. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।(১২ নং সিরিজ)
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ)

Website - www.ideabd.org

Islamic Da'wah and Education Academy